তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে নতুন দুই সরকারী মেডিক্যাল কলেজ

হামিদ-উজ-জামান মামুন ॥ পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে দুটি নতুন সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ইতোমধ্যেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও কোন অবকাঠামো সুবিধা না থাকায় সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে এ দুটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে সরকার। ফলে জনসংখ্যার আনুপাতিকহারে চিকিৎসক তৈরি, চিকিৎসা শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, স্বল্প মূল্যে কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং ডাক্তার ও এ সংশ্লিষ্ট অন্য পেশাজীবীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এতে মোট ব্যয় হবে এক হাজার ২৭১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এ দুটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে দুটি পৃথক প্রকল্প প্রস্তাব করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ মেডিক্যালে অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ ॥ ব্যয় হবে ১২৭১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা

এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে জানান, ইতোমধ্যেই প্রকল্প দুটির প্রক্রিয়াকরণ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে এ দুটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের কাজ শেষ করবে স্বাস্থ্য অধিদফতর। তিনি আরও বলেন, গত ২০১৪-১৫ শিক্ষা বছর থেকে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে বিকল্প ব্যবস্থায় কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য প্রকল্প দুটি হাতে নেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সিরাজগঞ্জ জেলার আয়তন প্রায় এক হাজার ৩৮৩ দশমিক ৬৬ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে একটি সদর হাসপাতাল, নয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১৬৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতালসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সিরাজগঞ্জ রাজশাহী বিভাগের একটি অন্যতম জেলা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার জনগণ আধুনিক চিকিৎসা সেবা হতে কিছু ক্ষেত্রে বঞ্চিত। এসব দিক বিবেচনা করে এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক উন্নতি সাধন করলেও স্বাস্থ্যখাতে এখনও বিশ্বমানের অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালগুলো যথাক্রমে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। সরকারীভাবে টারশিয়ারি স্বাস্থ্য সেবামূলক কার্যক্রম সাধারণত জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল হতে পরিচালনা হয়ে থাকে। টারশিয়ারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিবেচনায় টারশিয়ারি খাতে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এম মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ এ্যান্ড ৫০০ বেডেড মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল এট সিরাজগঞ্জ নামের এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৩৬ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে দশতলা ভিত বিশিষ্ট পাঁচতলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, আটতলা ভিত বিশিষ্ট ছয়তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরনের ভবন, হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের জন্য আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হবে।

অন্যদিকে টাঙ্গাইল জেলার আয়তন প্রায় তিন হাজার ৪১৪ দশমিক ৩৫ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে একটি সদর হাসপাতাল, ১২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতালসহ আরও অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ জেলার কুমুদিনী ট্রাস্টে কুমুদিনী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল ঢাকার কাছাকাছি একটি জেলা হলেও সেখানকার জনগণ আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে কিছু ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব দিক বিবেচনা করে টাঙ্গাইলে একটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি বর্তমানে টাঙ্গাইলে অবস্থিত আড়াইশ বেডের হাসপাতালকে ৫০০ বেডে উন্নীত করা হবে। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৬৩৫ কোটি ১০ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে বারোতলা ভিত বিশিষ্ট পাঁচতলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, দশতলা ভিত বিশিষ্ট পাঁচতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরনের ভবন নির্মাণ, হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়।